শ্রমশক্তির ৪৬% এর জন্য বাজেটের ২.৯৯% বরাদ্দ অপ্রতুল

কৃষকের সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যত সংকট মোকাবেলায় বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ আবশ্যক

দেশের কৃষি খাতে বর্তমান সরকারের বেশ কিছু অসাধারণ সাফল্য আছে, তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটেও কিছু ভাল উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে, কৃষির জন্য নেওয়া নানা উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে এতে। কৃষি জমি নিবন্ধনের উপর ভ্যাট তুলে দেওয়া হয়েছে, গবাদি পশুর খাবারের উপকরণ মিরেট বীজ আমদানিতে ভ্যাট ছাড় দেওয়া হয়েছে, ২২টি নতুন জাতের শস্য উদ্ভাবন এবং ২১টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর ইতিবাচক প্রভাব কৃষিতে যে পড়বে তা নিশ্চিত। এই উদ্যোগগুলোর জন্য সরকার এবং অর্থমন্ত্রী প্রশংসা পেতে পারেন। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের বর্তমান সংকট এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই উদ্যোগগুলো কি যথেষ্ট? প্রশ্নটা সেখানেই।

খাদ্য চাহিদা বাড়ছে, কমছে শস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি: সংকট মোকাবেলায় কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন

২০৫০ সালের মধ্যে দেশে খাদ্য শস্যের চাহিদা ৩০% বেড়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু খাদ্য শস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি গত কয়েক বছর ধরে শতকরা ১-এরও নিচে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে খাদ্য শস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ৭.৫৭% থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ০.৫৯%, বর্তমান অর্থ বছরে এই হার ০.৯৮%। খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে না পারলে খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকটে পড়বে দেশ। খাদ্য শস্য উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জরুরি কিছু উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বাজেটে এই বিষয়ে খুব কার্যকর কোন দিক নির্দেশনা নেই।

বিলম্বিত উদ্যোগ: চাল আমদানিতে শুল্ক আরোপের সুফল কৃষক পাবে না

চাল আমদানির উপর শুল্ক ২% থেকে বাড়িয়ে ২৮% করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এতে করে দেশের কৃষকেরা চালের বা ধানের ভাল দাম পাবেন। প্রকৃত অর্থে এটা করা উচিৎ ছিল আরও অনেক আগে, যখন কৃষকের কাছে ধান বা চাল ছিল। এখন প্রায় কোন কৃষকের কাছেই ধান বা চাল নেই, তারা অনেক আগেই সেগুলো বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে এর সুফল পেতে পারে মধ্যস্বত্বভোগীরা। চাল আমদানি কমে যাওয়ায় বাজারে ইতিমধ্যেই তারা চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া এর আগেই বিপুল পরিমাণ চাল বাংলাদেশে ঢুকে গেছে। ১০ লাখ টন চালের ঘাটতির বিপরীতে আমদানি হয়ে গেছে ৮২ লাখ টন! এই চাল এখন বাজারে।

কৃষির অবদানের স্বীকৃতি আছে, বরাদ্দে অবহেলা!

বাজেট বক্তৃতায় দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষির অবদানের কথা উল্লেখ করা হলেও, অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার সময় কৃষিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই অর্থ বছরের তুলনায় আগামী অর্থ বছরের বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ১৬% (সংশোধিত বাজেট ধরলে তা প্রায় ২৩%)। অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ কমেছে ০.৪১%! অবশ্য সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বরাদ্দ ০.২১% বেড়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ২.৯৯%, বর্তমান অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল ৩.৪০%, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে করা হয় ২.৭৮%। সুতরাং এই ২.৯৯% -ও যে শেষ পর্যন্ত কমে যাবে সেটা বলাই বাহুল্য। বলা হয় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই খাত মানে দু'টি মন্ত্রণালয় এবং আলাদা আলাদা অনেকগুলো খাতের সমন্বয়ে। নিচের চিত্রে বিভিন্ন বছর বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য (MoA) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হলো।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২১.৮% তিনি বরাদ্দ করেছেন সার্বিক কৃষি খাতে। এটা হলে খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু এই সার্বিক কৃষি খাত মানে কিন্তু কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য! প্রকৃত অর্থে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বার্ষিক কর্মসূচির মাত্র ১.১% বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ১.২% রাখা হলেও, সংশোধিত বাজেটে তা করা হয় ১.০%

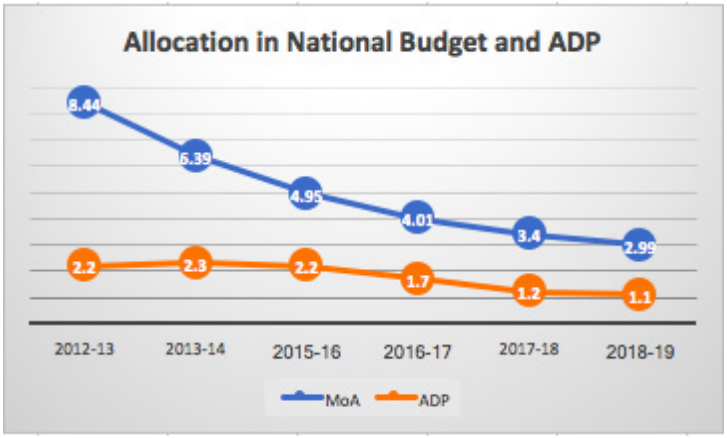

ভর্তুকি নিয়ে শুভংকরের ফাঁকি!

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মতো ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজটেও কৃষিতে ভর্তুকি ৯০০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৫.৬% ধরলে এই অর্থের পরিমাণ এমনিতেই বর্তমান বরাদ্দের চেয়ে কমে যায়, যদিও কৃষকদের দাবি ছিল ভর্তুকি আরও বাড়ানো। তবে ভর্তুকি শুধু ঘোষণায় রাখলেই হবে না, নিশ্চিত করতে হবে এর কার্যকর ব্যবহারও। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯০০০ কোটি রাখা হলেও, সংশোধিত বাজেটে তা করা হয় ৬০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩০০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা যায়নি। এছাড়াও, এই যে ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলো, তাও যেন প্রকৃত কৃষকের কাছে যায়, এবং এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়, সেটাও দেখতে হবে।

বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে উদ্যোগ জরুরি এখনই

বীজের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে, বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরতা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চত করার ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি তৈরি করে। দেশে বাৎসরিক বীজের চাহিদা আছে ১১ লাখ ৫০ হাজার টনের মতো, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সরবরাহ করা হয় ৬ লাখ ১০ হাজার টন, ৫৩%। বাকি ৪৭% এর উৎস অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরবরাহকৃত বীজের দ্বারা প্রায়ই কৃষক প্রতারিত হয়, আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বীজের মানের ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট গবেষণা নেই। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসি মান সম্মত বীজ উপৎপাদন ও বিতরণে দক্ষ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এর কোনও প্রতিফলন নেই ।

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন

সম্প্রতি হাওর এলাকায় অকাল বন্যায় হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কৃষক। আশা করা হয়েছিল বাজেটে হাওর এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য জরুরি সহায়তার জন্য বরাদ্দ াকবে। হাওর ও উপকূলীয় এলাকার জন্য কিছু উদ্যোগের কথা বাজেট বক্তৃতায় থাকলেও, এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও বরাদ্দ নেই ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯০০০ কোটি রাখা হলেও, সংশোধিত বাজেটে তা করা হয় ৬০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩০০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা যায়নি। এছাড়াও, এই যে ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলো, তাও যেন প্রকৃত কৃষকের কাছে যায়, এবং এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়, সেটাও দেখতে হবে।

ন্যায্যমূল্য কমিশনের দাবি আরও একবার অপূর্ণ

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী এই বছর প্রতি মণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা হলেও, কৃষক ধানের দাম পাচ্ছেন মন প্রতি ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকার মতো। ধান ছাড়াও অনেক সবজির ন্যায্য দাম কৃষক পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরেই কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য একটি কমিশন গঠনের দাবি ছিল, সেই দাবি উপেক্ষিত হলো এবারও।

আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি সমূহ

বর্তমান সরকার নিজেকে কৃষি বান্ধব সরকার হিসেবে দাবি করে থাকে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ অপর্যাপ্ত বলেই আমরা মনে করি। বাজেটকে কৃষি বান্ধব করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করছি:

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

২. বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভুর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে

৪. বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে

৫. নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

আয়োজনকারী সংগঠনসমূহ

উপকূলীয় কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ মৎস্য শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ ফার্মার্স ফোরাম, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় নারী কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, লেবার রিসোর্স সেন্টার, নলছিড়া পানি উন্নয়ন সমিতি, দিঘন সিআইজি, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী ও কোস্ট ট্রাস্ট

যোগাযোগ:

১.মো. মজিবুল হক মনির, , মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.net

২. মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net